মূল ৮ কলঙ্কিনী নদী

কলঙ্কিনী নদী

তবে কেন যেনো মনে হয় আমি নিজেই একটা হাস্যকর। শুধু তাই নয়, ইদানীং আমার এই মূল প্রবন্ধেরই প্রথম পর্বে লেখা একটি বাক্যকে নিয়ে ছোট খাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। আর সেটি সমস্যা করেছে, অনিকেত নামের এক ভদ্র লোক। মূল প্রথম পর্বে আমার শেষ কথাগুলো ছিল নিম্নরূপ:

ধর্ম টিকে আছে, বিজ্ঞানের অনুদানে। আর বিজ্ঞান টিকে আছে ধর্মের ছায়াতে।

বিজ্ঞানের অনুদানে ধর্ম টিকে আছে, এই কথাটাই সমস্যা করেছে। আর তারই প্রতিবাদ জানিয়েছে, সংক্ষিপ্ত চমৎকার একটি প্রতিবাদ বিবরনীতে। অনিকেত সাহেব অবশ্য আমার জ্ঞানের পরিধি নিয়ে কিছু কটুবাক্যও করেছেন, তবে আমি তাকে আমার ডায়েরীতে একজন জ্ঞানী হিসেবে স্থান দিলাম। কেননা, আমি আমার একই প্রবন্ধেই লিখেছিলাম, *মুদ্রার এই পিঠে রয়েছে, আজকের দিনে মনে করা, ছোট সমস্যা, আর অপর পিঠে রয়েছে, আজকের মনে করা, এই ছোট সমস্যাটাই, পরবর্তী দিনের বড় সমস্যা। আর, ছোট সমস্যাগুলোকে যারা এড়িয়ে যায়, তারা বড় অপরাধী।*

তাই আমার কথাগুলোকে একটু ঘুরিয়ে বললে, এই দাঁড়ায় যে, ছোট খাট সমস্যা যারা এড়িয়ে যায়না, তারাই বিচক্ষন। আর আমার ধর্ম নিয়ে যে কথাটা সমস্যা করেছে, অনিকেত সাহেব সেটি এড়িয়ে যান নি।

এবার আসি পাল্টা প্রতিবাদে। কেননা, একজন মানুষ আমার বিরুদ্ধে কথা বলেছে, আর আমি যদি চুপচাপ থাকি তাহলে জমবে কেনো? একটা অশান্তি তৈরী করার জন্যেই তো সবাই উৎ পেতে বসে আছে। আমিই বা তার বাইরে যাবো কেনো? কিন্ত আমি তা পারিনা। শান্তির জন্যে প্রথম যা প্রয়োজন তা হলো, নিজের ভুলকে স্বীকার করা। ক্ষমার প্রয়োজন থাকলে মাথা নত করে ক্ষমা চেয়ে নেয়াটাই উত্তম। আর যদি, আমার কথাটি সে রকম কোন সমস্যা করে থাকে তার জন্যে প্রথমেই আমি আমার ভুল স্বীকার করে, আবারো কলঙ্কিনী হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি সবার কাছে, যারা ইতিমধ্যে আমার এই লেখাটি পড়ে ফেলেছেন।

এবার আসি অন্য কথায়। রায়হান সাহেব নামের এক ভদ্রলোক সব সময় মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ নিয়ে লিখে থাকেন। আমার উপরের কথাগুলো, অথবা অনিকেত সাহেবের প্রতিবাদের কথাগুলো যদি, মুদ্রার এপিঠ হয়ে থাকে, তবে তার অপর পিঠ অবশ্যই আছে, যা কাউকেই এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। আর আমার জ্ঞানের পরিধি যতই সীমীত হউক না কেন, আমি যদি এড়িয়েই যাই, তাহলে আমি আমার নিজের কথামতোই অপরাধীর সাড়িতে পরে যাবো। অবশ্য, এতে করে খুশী হবার মতো এমন অনেক লোকই আছেন, তবে মূল সমস্যার সমাধান কিছুই হবেনা। একটি কলঙ্কিনী নদীর মৃত্যু হবে শুধুমাএ, তবে অন্যভাবে আরেকটি কলঙ্কিনীর জন্ম হবে, এটাই সত্য।

অনিকেত সাহেব অনেক কথাই লিখিছেন। তার প্রতিটি কথা ব্যাখ্যা করতে গেলে, অভিজিৎ সাহেব অথবা রায়হান সাহেবের মতোই সাতাশ অথবা চৌদ্দ পৃষ্ঠার বিবরনী লিখতে হবে। আর সে সব হবে পাঠকদের কাছে খুবই বিরক্তিকর। কেননা, গল্প উপন্যাস একশ পৃষ্ঠার হলেও, মানুষ এক নিঃশ্বাসে যতটা আগ্রহ করে পড়ে থাকে, প্রবন্ধের মতো নীরস ব্যাপারগুলো এতটা আগ্রহ নিয়ে কেউ পড়ে না। তাই অনিকেত সাহেবের বিবরনীর প্রথম কয়েকটি কথার ব্যাখ্যাই পুর্নব্যাখ্যা করবো।

অনিকেত সাহেব ধর্ম এবং স্রষ্টার ব্যাখ্যা করেছেন। তার ব্যাখ্যাটি পড়ে আমার কেনো যেনো মনে হয়েছে, তিনি শুধুমাএ একটি বিশেষ ধর্মকেই ধর্ম, এবং সেই ধর্মে যারা স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করেন, তাঁকেই বুঝাতে চেয়েছেন। যদি আমি ভুল না করে থাকি, সেটি হলো ইসলাম ধর্ম, এবং সেই স্রষ্টা হলো আল্লাহ। আর ইসলাম ধর্মেই লক্ষাধিক পয়গম্বরের কথা উল্লেখ আছে। এই লক্ষাধিক পয়গম্বরেরা কারা? সৃষ্টির আদি থেকে, যুগে যুগে, ধর্ম প্রচারের জন্যে পৃথিবীতে এসেছিলেন তারা। এসেছিলেন মানুষকে সজাগ করতে, কিছু নীতীমালা নিয়ে। কালের বিবর্তনে সেই সব নীতীমালা এবং ধর্মের বানীগুলো হারিয়ে আছে। এর জন্যে কে দায়ী কে জানে? কাগজ কলমের আবিস্কারটা যদি সেই যুগগুলোতে থাকতো, তাহলে হয়তো টিকে থাকতো এখনো, যেমনি টিকে আছে এখনো, জিউস ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম সহ, গুটিকতক(লক্ষাধিকের তুলনায়) অন্যান্য ধর্ম।

এবার আসি মূল কথায়। বিজ্ঞান কি? আভিধানিক অর্থ করলে বলা হবে বিশেষ জ্ঞান। তাই সমাজ বিজ্ঞানকেও বিজ্ঞান বলা হয়। লেখালেখির করার অতি পুরনো মাধ্যমগুলোর কথা যদি ধরি, তাহলে সেগুলো মানুষের কিছু বিশেষ জ্ঞান চর্চার ফসলেই সম্ভব হয়েছিলো। আর গাছের পাতায় অথবা কাষ্ঠ খোঁদাই করে, লেখালেখিকে যারা বিজ্ঞান বলে মনে করে না, তাদের আমি মুর্খ্য বলে থাকি। আর যেসব ধর্মগ্রান্হগুলো কোন না কোন ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো, সেই ধর্মগুলোই টিকে আছে এখনো।

এবার আসি অনুদান কি? দান এবং অনুদান কথা দুটির মাঝে একটু হেরফের আছে। আমি যখন কারো কাছে ভিক্ষা চাইবো, তখন সে যদি আমাকে কিছু দেয়, তাহলে আমি তাকে দান বলবো। আর অনুদান বলবো তখনই, যখন সেই দানে, সমান সমান না হলেও, আমারও কিছু প্রতিদান থাকবে। আরেকটু সহজ করে বললে, আমাদের দেশ যখন কোন বিদেশী অর্থনৈতিক সহযোগীতা পায়, তখন তাকে দান বলা হয়না, বলা হয় অনুদান। অনেকটা বিনিময় মাধ্যম।

ঠিক তেমনি কোন ধর্মগ্রান্হই বিজ্ঞানকে বলে দেয়নি যে, অমাকে লিপিবদ্ধ করো। তবে বিজ্ঞানের সৃষ্টি লিপিবদ্ধকরনের উপায়গুলো যখন বেড়িয়েছে, ঠিকই তখন একটা বিনিময় ঘটে গেছে। আর তাই এখনো টিকে আছে। যদি তাই না হতো, লক্ষাধিক পয়গম্বরদের নীতীমালার বিবরনী গুলো, হারিয়ে যেতো না।

সবশেষে, অনিকেত সাহেবকে বলবো, ইব্রাহীম (আঃ) সময়ের নীতীমালা সংক্রান্ত একটি ধর্মগ্রান্হ আমি দীর্ঘদিন ধরে খোঁজছি। যদি সেটির কোন খোঁজ পেয়ে থাকেন, তবে আমাকে জানাবেন। যে কোন মূল্যে কিনে নেবো। তবে বিকৃত রূপের হলে তা নেবোনা। আরো একটি ধর্মগ্রান্হ খোঁজছি, তা হলো নুহ (আঃ) এর সময়ের সত্যিকারের নীতীমালা সংক্রান্ত একটি গ্রান্হ। যদি সম্ভব হয় সেটির খোঁজও জানাবেন। তাহলে, আপনার কথামতো আমার স্বল্পবিদ্যার পরিধিটা কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পাবে, অন্তত ধর্মের ব্যাপারে। সমাজ সংস্কারে কাজেও লাগতে পারে।

আর বিজ্ঞানের জ্ঞান পরিধির কথা বলছেন? কি হবে আর বিজ্ঞান চর্চা করে? দেশ বিদেশে তো কত শত শত বাংলাদেশী পি, এইচ, ডি, করে বিজ্ঞান চর্চা করছে দিন রাত। পৃথিবীর উপকারে আসছে ঠিকই। কই, আমার পাশের বস্তির মাহফুজের ছাউনীতে তো, আধুনিক বিজ্ঞান তো দূরের কথা, প্রাচীন বিজ্ঞানের অনুদানটিও নেই। মাহফুজের মেয়েটিকে যদি আমি বলি, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে, সে তখন খিল খিল করে হাসে, আর আমাকে বলে মিথ্যাবাদী। আগে মাহফুজের মেয়ের মতো হাজার হাজার(রূপক অর্থে) বাংলাদেশী ছেলেমেয়েদের নূন্যতম করে হলেও এস, এস, সি, শিক্ষিত করে গড়ে তোলা না পর্যন্ত, নিজের জ্ঞানের পরিধিকে বাড়ানোর কোন ইচ্ছেই নেই।